সংবাদ

তারিখ .... 6 . APR. 2009
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ......

www.sangbad.net/www.thedailysangbad.com

ছাত্রলীগের নেতৃত্ব না ছেড়ে যদি এমন করতেন

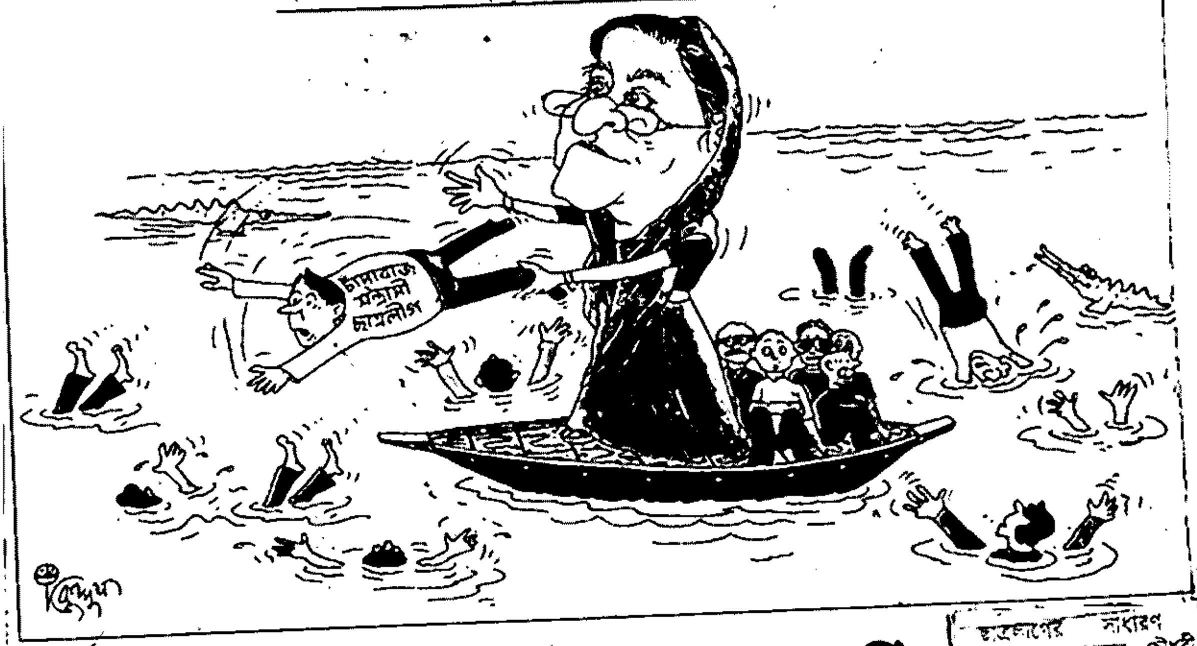

নেত্রী ফিরুন, নেতাদের দাবি কর্মীরা চায় নেতাদের বিদায়

ছাত্রলীগে যা ঘটছে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেত্রীর পদ থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্তকে পুনর্বিবেচনার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতারা। তবে সংগঠনের সাধারণ সদস্যরা অবিলম্বে ছাত্রলীগের সব পর্যায়ের কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়েছেন। সাধারণ ছাত্রলীগ কর্মীরা মনে করেন, নতুন কমিটি গঠন করে ছাত্রলীগকে ঢেলে সাজাতে হবে।

শনিবার আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেতৃত্বের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেয়ার পর গতকাল সারাদেশে ছাত্রলীগসহ রাজনৈতিক মহলে এটা ছিল তুমুল আলোচনার বিষয়। তবে সংগঠনের বর্তমান নেতৃত্ব এবং সাধারণ সদস্যরা এ ব্যাপারে ভিন্ন অবস্থান নিয়েছেন। ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেতৃত্ব থেকে সরে যাওয়ার খবর সব মহলে প্রচারিত হওয়ার পর গতকাল রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জড়ো হন।

ছাত্রলীগের সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মধুর ক্যান্টিনে সমবেত ছাত্রদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা করেন। এ সময়

দাবি : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৪

দাবি : নেতাদের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি তার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আবেদন জানান। তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশনের নিয়মের কারণে আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনা সাংগঠনিক নেত্রীর পদ ছেড়ে দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। আমরা তার কাছে আবেদন জানাচ্ছি তিনি সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই আমাদের সব বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেবেন। আমরা তারই নির্দেশনা অনুযায়ী আগামী দিনের কার্যক্রম পরিচালনা করব।

রিপন বলেন, সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্য আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছি। ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কারণে কোন অস্থিতিশীল পরিবেশ যাতে সৃষ্টি না হয় সেজন্য আমরা কাজ করছি।

তিনি আরও জানান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজে ছাত্রনেতাদের আধিপত্য বিস্তারের সংঘাত এবং সংগঠনের সঙ্গে ছাত্রলীগের কোন সম্পৃক্ততা নেই, এই দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক কোন কমিটি নেই, কার্যক্রমও অনেক আগেই স্থগিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, ছাত্রলীগের যেসব নেতাকর্মী সংঘাতে লিপ্ত হবে তাদের বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে শাস্তিমূলক

ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটনও শেখ হাসিনার প্রতি সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমরা আশা করি নেত্রী আমাদের অনুরোধ রক্ষা করবেন। তিনি বলেন, এর আগে ছাত্রলীগের যেসব নেতাকর্মী সংগঠনের মধ্যে কোন্দল এবং সংঘাত সৃষ্টি করেছে তাদের বিরুদ্ধে আমরা কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। এরপরও যারা অপকর্ম করবে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দেয়ার কথা উল্লেখ করেন।

এদিকে সংগঠনের সাধারণ সদস্য ও সমর্থকরা ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুন কমিটি গঠনের দাবি জানান। নাম প্রকাশ না করার শর্তে সাধারণ কর্মীরা বলেন, ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটি সংগঠন পরিচালনা করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের উচিত পদত্যাগ করে নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি করা। তা না হলে ছাত্রলীগের অবস্থা ভালোর দিকে যাবে না। তারা দলের হাইকমান্ডের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে বলেন, ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটিতেই অনেক ভাল নেতা রয়েছেন। তাদের সামনে এনে দিলে তারা তাদের সাংগঠনিক দক্ষতা প্রমাণ করতে পারবেন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় : গতকাল দুপুরে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি কামরুল হাসান রিপন এবং সাধারণ সম্পাদক গাজী আবু সাঈদ সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ করেন। সাধারণ সম্পাদক গাজী আবু সাঈদ সাংগঠনিক নেত্রী শেখ হাসিনার উদ্দেশে বলেন, নেত্রী আপনি এ সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদের অভিভাবক শূন্য করবেন না। সংবাদ সম্মেলনে তারা বলেন, বাংলাদেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ক্যাম্পাস অস্থিতিশীল করার চেষ্টা চালাচ্ছে, আর এর দায় পড়ছে ছাত্রলীগের ওপর। তারা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সব অপশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রত্যয় ব্যক্ত করে আবারও শেখ হাসিনাকে তার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানান। তা না হলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেবে বলে তারা ঘোষণা দেন।